গোপীনাথোদ্ধারলীলায় প্রভুর গূঢ় আচরণ-রহস্য ও তাৎপর্য্য-বর্ণন—(১) আদৌ গোপীনাথোদ্ধারে অসম্মতি, (২) গোপী-নাথোদ্ধারান্তে তাহাকে অশুক্লবিত্তার্জ্জন-জন্য তিরস্কার, (৩) বিরক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আদর্শ-রূপে বিষয়কথারূপ নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগেচ্ছা, (৪) গোপীনাথের বিষয়-বর্দ্ধন, (৫) বিষয়ভোগ-ভীত গোপীনাথকে গৃহে অবস্থান বা গৃহত্যাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা-শিক্ষা-দান ঃ—

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল ।
'আমা হৈতে কিছু নহে'—প্রভু তবে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ ।
এইমাত্র কহিল,—ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল ।
উদ্‌যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥ ১৫০ ॥

কামভোগে অচঞ্চল চৈতন্যাকৃষ্টেরই চৈতন্যচরিত-মর্ম্মার্থানুভবে যোগ্যতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥ ১৫১ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবানে প্রেমোদয় ঃ—

যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্ট-নায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৪৯। জীব হইয়া গোপীনাথ বিষয়ের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত-মঙ্গল-সাধন—ভগবানের গৌণকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্তভক্ত-সজ্জায় বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে প্রভুর তাদৃশ চরিত্রানুসরণফলে বিরক্ত-বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্বীকৃত ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে ; সুতরাং নিরপেক্ষ ত্যাগি-বেষী ভাগবত ব্যক্তি কখনও বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটি-নিবাসী মকরধ্বজ-করও রাঘবের ঝালির 'মুন্সিব' হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেইদিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির-মধ্যে জগমোহন-পরিমুণ্ডা-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোনপ্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদসম্বাহন করিলেন ; বাহির হইতে না পারায় তাঁহার সে-দিবস প্রসাদ-সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা—সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত'—এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তটী জ্ঞাপিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে তাহা খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহ-পূর্ব্বক দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তদ্রব্যে তুষ্ট ভক্তগণজুষ্ট গৌরের বন্দনা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে-কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ-কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন) যেন কেন অপি (সামান্যেন) সন্তুষ্টং [তং] ভক্তানুগ্রহকারকং (ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।

গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রভু-দর্শনার্থ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী-যাত্রা ঃ—

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে ।
পরম-আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥

অদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—সব-অগ্রগণ্য ।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥ ৪ ॥

গৌরের নিষেধসত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে ।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দের গৌরাজ্ঞা-লঙ্ঘন বিচার, অনুরাগের লক্ষণ ঃ—

অনুরাগের লক্ষণ এই,—'বিধি' নাহি মানে ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥

তাহার দৃষ্টান্ত—রাসে গোপীগণের কৃষ্ণসেবা ঃ—

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৭ ॥

বিধি ও অনুরাগমার্গে বিষ্ণু ও কৃষ্ণতোষণ-বৈচিত্র্য ঃ—

আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥ ৮ ॥

পুরীযাত্রী-গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস ।
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥ ৯ ॥
মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন ।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন ।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥ ১১ ॥

কুলীনগ্রাম, খণ্ড ও কুমারহট্ট (কাঞ্চনপল্লী) হইতে ভক্তগণের যাত্রা ঃ—

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া ।
শিবানন্দ-সেন আইলা সবারে লঞা ॥ ১২ ॥

দময়ন্তী-প্রস্তুত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যপূর্ণ ঝালিসহ রাঘবের যাত্রা ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥

রাঘবের ঝালির বিবরণ ঃ—

নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥ ১৪ ॥
আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি নাম ।
নেম্বু-আদা-আম্রকলি বিবিধ সন্ধান ॥ ১৫ ॥
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা ।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুখ্‌তা ॥ ১৬ ॥
'সুখ্‌তা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ।
সুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥

অপ্রাকৃত ভাবগ্রাহী ভগবান্ ঃ—

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয় ।
সুখ্‌তাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥ ১৮ ॥

দময়ন্তীর শুদ্ধা স্বারসিকী অতীব গাঢ় গৌরপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায় ।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥ ১৯ ॥
সুখ্‌তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ ।'
এই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

প্রেমার্পিতবস্তুই মহাগুণযুক্ত, প্রেমে প্রদত্ত বস্তুর বাহ্য দোষগুণ-বিচার নাই ঃ—

ভারবী-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ে (৮।২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে ।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া ।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। উপযোগ—ব্যবহার, গ্রহণ।

১৬। পুরাণ সুখ্‌তা—শুখান (শুষ্কীকৃত) তিক্ত পাটশাক।

অনুভাষ্য

৪। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর ; আচার্য্যনিধি—বিদ্যানিধি, প্রেমনিধি পুণ্ডরীক।

৭। ভাঃ ১০।২৯।১৮-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮। কোটিসুখপোষ—কোটিগুণ সুখপুষ্ট।

১৩-৩৯। ইহাদ্বারা গ্রন্থকারের বিচিত্র কৃষ্ণনৈবেদ্য প্রস্তুত করিবার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে ; মধ্য ১৪শ পঃ ২৬-৩৪, মধ্য ১৫শ পঃ ৬৮-৯১, ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। কোন প্রিয়ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ (সপত্নী)-সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেননা, বস্তুতে গুণসকল থাকে না, প্রেমেই থাকে।

অনুভাষ্য

১৬। তৈলাম্র—সর্ষপতৈলে রক্ষিত আমের আচার ; গুণ্ডা,—গুঁড়ো, চূর্ণ।

১৮। ভাব—অপ্রাকৃত অহৈতুক-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী হৃদয়বৃত্তি ; প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিজসুখপরা ঘৃণ্যা চিত্তবৃত্তি নহে।

শুণ্ঠিখণ্ড, নাড়ু, আর আমপিত্তহর ।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর ॥ ২৩ ॥
কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ।
কত নাম লইব, আর শতপ্রকার 'আচার' ॥ ২৪ ॥
নারিকেল-খণ্ড, আর নাড়ু গঙ্গাজলি ।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি ॥ ২৫ ॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার ।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেকপ্রকার ॥ ২৬ ॥
শালিকাচটি-ধান্যের 'আতপ' চিড়া করি' ।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥ ২৭ ॥
কতেক চিড়া হুড়ুম্ করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৮ ॥
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া ।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥ ২৯ ॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥ ৩০ ॥
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাক উখড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ৩১ ॥
ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইলা ।
চিনি-পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা ॥ ৩২ ॥

সুখাদ্য-নির্ম্মাণে পরম নিপুণ হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্য ঃ—

কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥ ৩৩ ॥

রাঘব ও দময়ন্তীর গাঢ় প্রভুপ্রীতি ঃ—

রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী ।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥ ৩৪ ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাঁচকুড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৫ ॥
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি' ।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥ ৩৬ ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা ।
পরিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥ ৩৭ ॥
ঝালি বান্ধি' মোহর দিলা আগ্রহ করিয়া ।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥ ৩৮ ॥

তজ্জন্যই 'রাঘবের ঝালি'-নাম ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই ঝালির বিচার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি' খ্যাতি যাহার ॥ ৩৯ ॥

মকরধ্বজের সযত্নে ঝালি-রক্ষা ঃ—

ঝালির উপর 'মুন্সিব' মকরধ্বজ-কর ।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হঞা তৎপর ॥ ৪০ ॥

গৌড়ীয়গণের পুরীতে উপস্থিতি-দিনে নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীগোবিন্দ-দেবের জলক্রীড়োৎসব-সংঘটন ঃ—

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥ ৪১ ॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। কুথলী—ছোট ছোট থলী।

২৪। কোলশুণ্ঠি—শুষ্ককুল।

২৫। নাড়ু-গঙ্গাজলি—সাদা নাড়ু।

২৭। শালিকাচটি ধান্যের—(একপ্রকার) শুষ্ক ধান্যের।

৩১। উখ্‌ড়া— মুড়্‌কি।

অনুভাষ্য

১৯। মনুষ্যবুদ্ধি—গৌড়-ব্রজবাসীর শুদ্ধসত্ত্বময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন চিত্তে নরবপু গৌর-কৃষ্ণকে স্বীয় শুদ্ধ কেবল প্রেমবশ বলিয়া জ্ঞান ; আম—অগ্নিমান্দ্যহেতু অজীর্ণতাবশতঃ অম্লপিত্ত-ব্যাধি।

২১। কাচিৎ (কান্তা) প্রিয়েণ (প্রেমপাত্রেণ বল্লভেন) সংগ্রথ্য (স্বয়মেব রচয়িত্বা) বিপক্ষসন্নিধৌ (সপত্নীজনসমীপে) পীবর-স্তনে (সমুন্নতপয়োধরে) বক্ষসি (উরসি) উপাহিতাম্ (অর্পিতাং যোজিতাং) জলাবিলাং (কর্দ্দমাদিযুক্তামপি) স্রজং (মালাং) ন বিজহৌ (ন ত্যক্তবতী) ; হি (যস্মাৎ) গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি, ন বস্তুনি [প্রেমার্পিতমেব বস্তু গুণবৎ, অন্যৎ তু গুণবদপি গুণ-হীনং দোষযুক্তমেব, প্রেম তু বস্তুপরীক্ষাং নাপেক্ষতে ইতি ভাবঃ]।

২৫। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার—কদ্মা, কাটাফেণী, ওলা, মঠ, তিলে-খাজা, দম্‌দম্-মিশ্রি, রেশমী মিঠাই ইত্যাদি।

২৮। হুড়ুম্—(পূর্ব্ববঙ্গে কথিত) মুড়ি, (পশ্চিমবঙ্গে, 'হুড়ুম্-চাউল'-নামে একপ্রকার পৃথক্ তণ্ডুলই প্রস্তুত হয়)।

৩২। ফুট্‌কলাই—ভাজা মটর।

৩৫। পাঁচকুড়ি—পাঠান্তরে, 'পাকৌড়ি' ; পাঠান্তরে, 'পাঁপড়ি' অর্থাৎ দলা অথবা 'পর্পটী'।

৩৬। পাতল—পাতলা, হালকা, লঘু ; কাহারও মতে পাথর (প্রস্তর)।

৩৮। মোহর দিল—অন্য লোক কেহ খুলিতে না পারে, এরূপভাবে শীলমোহর আঁটিয়া দিল ; বোঝারি—বোঝার (ভারের) অরি (লাঘবকারী)—ভারবাহী, 'মুটিয়া' বা 'বুঝিয়া'।

তৎকালে প্রভুরও পুরীবাসী ভক্তগণসহ
কৃষ্ণের জলকেলিদর্শন ঃ—

সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥

তৎকালেই প্রভুসহ গৌড়ীয়-ভক্তগণের মিলন ঃ—

সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥

ভক্তগণের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে ।
উঠাঞা প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তগণের কীর্ত্তন-গান, ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন ।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥

ভক্তগণসহ গোবিন্দদেবের জলক্রীড়া ঃ—

জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥

কীর্ত্তন ও ক্রন্দন-ধ্বনির একত্র মিশ্রণোত্থ মহাধ্বনি ঃ—

গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিয়া ।
মহাকোলাহল-শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জলক্রীড়া ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে ।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর জলক্রীড়া বর্ণিত ঃ—

প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিয়াছে বর্ণন ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে পুনরুক্তি-বিরাম ঃ—

পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয় ।
ব্যর্থ লিখন হয়, মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥ ৫১ ॥

স্ব-স্ব-ভক্তগণসহ গোবিন্দদেব ও প্রভুর স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয় ।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥

জগন্নাথ-দর্শনান্তে ভক্তগণের ভোজন সম্পাদন-
পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রেরণ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা ।
প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈলা ।
নিজ-নিজ-পূর্ব্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥ ৫৪ ॥

রাঘবকর্ত্তৃক গোবিন্দসমীপে স্বীয় ঝালি-রক্ষণ ঃ—

গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা ।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥ ৫৫ ॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া ।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥ ৫৬ ॥

একদিন প্রাতে প্রভুর ভক্তসহ জগন্নাথ দর্শন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৭ ॥

সাত-সম্প্রদায়ে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা ।
সাত-সম্প্রদায়ে তবে গাইতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন ।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
সত্যরাজ-খাঁন, আর নরহরিদাস ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মহৈশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু'—ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল ।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥

মহিষীগণসহ রাজার সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা ।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে, অন্ত্য, ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৪৯। মুন্সিব—(আরবী ভাষায়) 'মন্সিফ্', পরিদর্শক, পরিচালক ; মকরধ্বজ-কর—পানিহাটি গ্রামবাসী, রাঘবপণ্ডিতের অনুগত গৌরভক্ত ; অদ্যাপি পানিহাটিতে তাঁহার গৃহ-ভিত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অনুভাষ্য

৫২। জগন্নাথ-মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেব-বিগ্রহ আছেন ; তিনিই নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করিতে যান।

৫৬। আজাড়—খালি, শূন্য।

৫৮। বেড়া-কীর্ত্তন—মধ্য, ১১শ পঃ ২১৫-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বেগ ঃ—

কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী করে টলমল ।
'হরিধ্বনি' করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-বাঞ্ছা ঃ—

এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্ত্তন ।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৫ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায় ।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে গৌর-রায় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকে উড়িয়া-গানের পদ গাইতে আজ্ঞা ঃ—

উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

যথা পদম্—

"জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাঙ্ ॥" ৬৮ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর নর্ত্তনে সকলের আনন্দ ঃ—

এই পদে নৃত্য করেন আপন-আবেশে ।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বদনে কেবল 'হরিবোল' ধ্বনি ঃ—

'বোল্' 'বোল্' বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া ।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুর সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ঃ—

প্রভু পড়ি' মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥
সঘন পুলক,—যেন শিমুলের তরু ।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্গম ।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদ্গদ বচন ॥ ৭৩ ॥

দন্তান্দোলন ঃ—

এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ।
ঐছে নড়ে দন্ত—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥ ৭৪ ॥

আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥ ৭৫ ॥

সকলেরই দেহ ও বাহ্য জগদ্‌বিস্মৃতি ঃ—

সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর ।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥ ৭৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-ভঙ্গের উপায়-উদ্ভাবন ঃ—

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিলা উপায় ।
ক্রমে-ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥

স্বরূপাদির মৃদুস্বরে গান ঃ—

প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায় ।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বর গায় ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥

নিত্যানন্দের কথায় ভক্তশ্রম জানিয়া কীর্ত্তন-সমাপ্তি ও সকলের সমুদ্রস্নান ঃ—

ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্ত্তন সমাপন ।
সবা লঞা আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥ ৮০ ॥

সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সব লঞা প্রভু কৈলা প্রসাদ-ভোজন ।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥

প্রভুর শয়ন, গোবিন্দের পাদ-সম্বাহন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন ।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৮২ ॥

প্রত্যহ মৃদুপাদসম্বাহন-ফলে প্রভুর নিদ্রাগমনে গোবিন্দের প্রভুচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তি রীতি ঃ—

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় 'নিয়ম' ।
'প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন ।
তবে যাই' প্রভুর 'শেষ' করেন ভোজন ॥' ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহকে 'জগমোহন' বলে। তাহার একদিকে (একান্তে) 'গরুড়স্তম্ভ' আছে। সেই জগমোহনের যেস্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে 'পরিমণ্ডল' বলে ; পরিমণ্ডলের উৎকলদেশীয় অপভ্রংশ—'পরিমুণ্ডা' ; উড়িয়া-পদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাল অর্থ হয় না ; এরূপ পদ এক্ষণে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই,—অবশ্যই কোন বিশেষভাবেরই সূচকমাত্র।

অনুভাষ্য

৬৪। কীর্ত্তনাবেশে—পাঠান্তরে, 'কীর্ত্তনাটোপে'—কীর্ত্তনের বেগ বা সংরম্ভ-বশতঃ।

৬৮। জগমোহন—জগমোহন-নামক শ্রীজগন্নাথদেবের নাটমন্দির ; পরি—প্রতি ; মুণ্ডা—মস্তক ; যাউ—অর্পিত হউক, প্রেরিত হউক।

৮২। গম্ভীরা—ঘরের ভিতরের কোঠা।

শ্রান্ত প্রভুর সর্ব্বদ্বার ব্যাপিয়া শয়ন ঃ—

সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮৫ ॥

পাদসম্বাহনার্থ গোবিন্দের প্রভুকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা, প্রভুর স্বীয় অঙ্গসঞ্চালনে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন ঃ—

"একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতরে যাইতে।"
প্রভু কহে,—"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥" ৮৬ ॥

গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-সত্ত্বেও প্রভুর একই উত্তর ঃ—

বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে।
প্রভু কহে,—"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥" ৮৭ ॥

গোবিন্দের পাদসম্বাহন-সেবনেচ্ছা, শ্রান্তিহেতু প্রভুর ঔদাসীন্য ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।"
প্রভু কহে,—"কর বা না কর, যেই তোমার মন ॥"৮৮॥

প্রভু-দেহোপরি স্বীয় বহির্ব্বাস রাখিয়া তদুল্লঙ্ঘন ঃ—

তবে গোবিন্দ তার বহির্ব্বাস উপরে দিয়া।
ভিতর-ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥

গোবিন্দের মৃদু-মধুর সম্মর্দ্দনে প্রভুর শ্রান্তি-রাহিত্য ঃ—

পাদ-সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥

প্রভুর প্রায় একঘণ্টা-ব্যাপী নিদ্রা ঃ—

সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড-দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥

নিদ্রাভঙ্গের পরও অনাহারে গোবিন্দের প্রতীক্ষাদর্শনে প্রভুর ভর্ৎসনা ঃ—

গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
"আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ?? ৯২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক গোবিন্দের শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি-পরীক্ষা ; প্রভু নিদ্রিত হইলেও গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে?"
গোবিন্দ কহে,—"দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে ॥"৯৩

গমনকালে আগমনোপায় অবলম্বন না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভিতর তবে আইলা কেমনে?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে??" ৯৪ ॥

শুদ্ধ অনুরাগী গৌর-কৃষ্ণসেবকেরই সর্ব্বোত্তম সেবার আদর্শ বর্ণন ; গৌর-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাই সেবকের একমাত্র লক্ষিতব্য ঃ—

গোবিন্দ কহে—"আমার সেবা সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯৫ ॥

গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাতেও শুদ্ধভক্তের ঘৃণা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥" ৯৬ ॥

মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বস্তু ও তদীয়-বুদ্ধি থাকিলেও ব্যক্তিগত নিজ-সম্বন্ধহেতু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাশঙ্কায় গোবিন্দের প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ঃ—

এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৭ ॥

অন্যদিবস প্রভুর নিদ্রা-গমনে গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ-গমন ঃ—

প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥ ৯৮ ॥

সেই দিবস প্রসাদ-সম্মানার্থ গমনের অসুবিধার কারণ ঃ—

যাইতেহ পথ নাহি, যাইবেন কেমনে?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্য-কৃপা-পাত্রেরই শুদ্ধভক্তিরহস্য-জ্ঞান ঃ—

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম্ম ॥ ১০০ ॥

স্ব-ভক্তের শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রকাশকারী প্রভু ঃ—

ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। প্রভুর সেবার জন্য কোটী কোটী অপরাধকেও আমি গণনা করি না ; কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাসকেও ভয় করি।

অনুভাষ্য

৯৬। আদি ৪র্থ পঃ ২০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা-ক্রোধে।।"

১০০। কর্ম্মিগণ ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুষ্ঠান-মাত্রকেই ভক্তির ন্যায় জ্ঞান করে ; কিন্তু যাহাতে ভগবৎসেবা সাধিত হয়, তাহার নাম—'ভক্তি' এবং যাহাতে নিজের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃত-ফল-লাভ ঘটে, তাহাই 'কর্ম্ম'। প্রাকৃতসহজিয়া কর্ম্মিগণ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের সেবা-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যকৃপা-লাভে বঞ্চিত হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। পরিমুণ্ডা-নৃত্য—পরিমণ্ডল-নৃত্য।

গৌরভক্তের নিত্য-গেয় প্রভুর পরিমুণ্ডা-নৃত্য ঃ—

সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য ।
অদ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ।
গুণ্ডিচা-গৃহে কৈলা ক্ষালন, মার্জ্জন ॥ ১০৩ ॥

আইটোটায় প্রসাদ-সেবন ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন, নর্ত্তন ।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ১০৪ ॥

রথাগ্রে নর্ত্তন ও হেরাপঞ্চমী-দর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্ত্তন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৫ ॥

চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৬ ॥

গৌড় হইতে ভক্তগণ-সংগৃহীত নৈবেদ্য ঃ—

পূর্ব্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল ।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সেবনার্থ গোবিন্দসমীপে তদ্দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি ।
"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥" ১০৮ ॥

নৈবেদ্য-বৈচিত্র্য ঃ—

কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা ।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ, প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥

প্রভু ভোজন না করায়, নৈবেদ্যরাশি পুঞ্জীভূত ঃ—

"অমুক এই দিয়াছে" গোবিন্দ করে নিবেদন ।
"ধরি' রাখ" বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ ।
শত-জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥

স্ব-স্ব-দত্ত-নৈবেদ্য-সেবন-বিষয়ে ভক্তগণের গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন ।
"আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ ??" ১১২॥

ছলবাক্যে নৈবেদ্যদাতাকে গোবিন্দের সান্ত্বনা ঃ—

কাঁহা কিছু কহি' গোবিন্দ করেন বঞ্চন ।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসমীপে গোবিন্দের নিবেদন ঃ—

"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে ।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১৪ ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার ।
কত বঞ্চনা করিমু, কেমনে আমার নিস্তার ??" ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের দুঃখ-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"'আদিবস্যা' দুঃখ কাঁহে মানে ?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥" ১১৬ ॥

প্রভুর ভোজনে উপবেশন ; গোবিন্দের প্রত্যেক নৈবেদ্যদাতা গৌড়ীয়-ভক্তের নামোল্লেখপূর্ব্বক নৈবেদ্য-পরিবেশন ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে ।
নাম ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥ ১১৭ ॥
"আচার্য্যের এই পৈড়, পানা-রস-পূপী ।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কুপী ॥ ১১৮ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার ।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার ।
আচার্য্যনিধির এই, অনেক প্রকার ॥ ১২০ ॥
বাসুদেব-দত্তের, মুরারিগুপ্তের আর ।
বুদ্ধিমন্ত-খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২১ ॥
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন ।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২২ ॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত ।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর সকলেরই প্রদত্ত নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে ।
সন্তুষ্ট হঞা প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৬। আদিবস্যা—পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাঁহাকে 'আদিবস্যা' বলে। প্রভু কহিলেন,—যাঁহারা 'আদিবস্যা' অর্থাৎ আমার সহিত একত্রে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই ; কেননা, আপাততঃ যাঁহারা গৌড় হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এইসকল সুখাদ্য আনিয়াছেন।

১১৮। পৈড়—(উৎকল-শব্দ) নারিকেল।

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—'পৈড়' ; 'বহুমূল্য প্রসাদ সব, পদ্মচিনি ছানা।'

১১৬। আদিবস্যা—কাহারও মতে 'ভাগ্যহীন' অথবা অবুঝ বা নির্ব্বোধ, চঞ্চলমতি বা আ-দেখ্‌লা (অতিব্যগ্র, 'কাঙ্‌লা') প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত।

১১৮। পূপী—পিষ্টক ; কুপী—মৃন্ময় পাত্র (?)

পর্য্যুষিত হইলেও সদ্য নির্ম্মিতের ন্যায় প্রসাদসমূহ—স্বাদু ও সুগন্ধি ঃ—

যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥ ১২৫ ॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
'বাসি' বিস্বাদ নহে, সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৬ ॥
শত-জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা!
"আর কিছু আছে?" বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥ ১২৭ ॥

সর্ব্বনৈবেদ্য ভোজনান্তে রাঘবের ঝালি অবশিষ্ট ঃ—

গোবিন্দ বলে,—"রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।"
প্রভু কহে,—"আজি রহু, তাহা দেখিমু পাছে ॥"১২৮॥

অন্যদিন প্রভুর একাকী ভোজনকালে রাঘবের ঝালিস্থিত উত্তম নৈবেদ্যরাশি-ভোজন ও তৎপ্রশংসা ঃ—

আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥ ১২৯ ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥ ১৩০ ॥

একবৎসর পরেও রাঘবের ঝালির বিকাররহিত নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাঞা ॥ ১৩১ ॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত নৈবেদ্য-স্বীকার ঃ—

কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥ ১৩২ ॥

স্বীয় ভক্তগণসহ প্রভুর কৃষ্ণকথায় চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥

স্ব-স্ব-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যাদির নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুপ্রিয় বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

মরিচের ঝাল, আর মধুরাম্ল আর।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥ ১৩৫ ॥
শাক দুই চারি, আর সুখ্‌তার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভৃষ্ট-ফুলবড়ি, আর মুদ্গ-ডালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর প্রসাদসহ নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন, কাঁহা গণের সহিত ॥ ১৩৮ ॥

অপর নিমন্ত্রণকারী গৌড়ীয় ভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥ ১৩৯ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি'।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত-মুরারি ॥ ১৪০ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করেন নিমন্ত্রণ ॥ ১৪১ ॥

শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের 'চৈতন্যদাস' নাম ॥ ১৪২ ॥
প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তাঁর নাম ত' পুছিলা ॥ ১৪৩ ॥

নিজ-দাস্যসূচক নাম-শ্রবণে প্রভুর আত্মগোপন ও অজ্ঞতার ভাণ ঃ—

'চৈতন্যদাস' নাম শুনি' কহে গৌররায়।
"কি নাম ধরাঞাছ, বুঝন না যায় ॥" ১৪৪ ॥

শিবানন্দের উত্তর ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেন কহে,—"যে জানিলুঁ, সেই নাম ধরিল।"
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৫ ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর প্রচুর ভোজনহেতু অপ্রসন্নতা ঃ—

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
অতিগুরু-ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। মুকুতা—মুখছোলা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৩০। উপযোগ—স্বীকার, গ্রহণ।

১৩৫-১৩৭। এইস্থানে গ্রন্থকারের রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশিত।

১৪১। কুলীনগ্রামী—সত্যরাজ-খাঁন, রামানন্দ বসু প্রভৃতি; খণ্ডবাসী—মুকুন্দদাস, নরহরি-দাস, রঘুনন্দনাদি।

১৪২। চৈতন্যদাস—ইঁহারই কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত-টীকা; কেহ কেহ বলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেরও ইনিই রচয়িতা।

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের অগ্নি-মান্দনাশক দ্রব্যদ্বারা 'স্বারসিকী' সেবা ঃ—

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥
দধি,লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া-লবণ ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

অন্তর্যামি-প্রভুর চৈতন্যদাসের যথার্থ শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তিতে আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

স্বীয় দাসকে প্রভুর স্বোচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ ১৫১ ॥

চারিমাস ধরিয়া ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

গদাধর ও সার্ব্বভৌমের প্রভুনিমন্ত্রণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত, আচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণকারী ভক্তগণ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে অর্দ্ধভোজন ঃ—

প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণের গৌড়ে গমন, পুরীবাসিগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুর ভিক্ষারীতি, ভক্তদ্রব্য ও পরিমুণ্ডা-নৃত্যাদি বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-কথা-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয় ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥

গৌরকথা—জীবের হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫১। ভাজন—ভাক, পাত্র।

১৫৬। ঘাটাইলা—কমাইল।

১৫৮। শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ক অন্ন এবং অভোজ্যান্ন শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ-কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালি দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করত হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অঙ্কে হরিদাস-দেহগ্রহণপূর্ব্বক নৃত্যকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং)